DEC. 27 2001

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রী পাবে মাসে ১শ' টাকা বৃত্তি

● একনেকের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত

বাসস

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বর্তমান শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির পরিবর্তে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর গতকাল অনুষ্ঠিত একনেকের প্রথম সভায় আগের এসএসসি পর্যায়ের পরিবর্তে এখন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শেরেবাংলা নগরে এনইসি ভবনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় এসএসসিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীরা এর অতিরিক্ত প্রতিমাসে ৬৫ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় শিক্ষা খাতের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং ৫৮২ কোটি ২ লাখ ১৮ হাজার টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ২৩ হাজার ৬৯০ কোটি ৪ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় সংবলিত

একনেক : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১.

আরও খবর ৫ ও ৭-এর পৃষ্ঠায়

একনেক : সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১০টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

একনেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিমাসে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত খাদ্যের পরিবর্তে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা মাসিক ১০০ টাকা হারে নগদ বৃত্তি লাভ করবে। একই পরিবারের দু'জন হলে প্রতিমাসে ১২৫ টাকা পাবে। আগে প্রচলিত খাদ্য বিতরণে দলীয় ডিলার নিয়োগ ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হতো। নগদ অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্তে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর হবে।

সভায় বলা হয়, এর আগে দেশের প্রায় ১ হাজার ২৫৪টি ইউনিয়নের শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রছাত্রী শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য লাভ করত। এতে ২১ লাখ পরিবারের ২২ লাখ ছেলেমেয়ে এ সুযোগ পেত। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি দেশের ২৭ ভাগ এলাকায় চালু ছিল। বর্তমান সিদ্ধান্তের ফলে দেশের শতকরা ১০০ ভাগ এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এ বৃত্তির সুবিধা লাভ করবে।

সভায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হল : টঙ্গী-আশুলিয়া সড়ক পাকাকরণসহ ধউর-মিরপুর শাহ আলী মাজার এবং মিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (দ্বিতীয় সংশোধিত), জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ, মুক্তি সরণি (ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পোস্তার অংশ) সড়ক প্রশস্তকরণ, সারি-গোয়াইনঘাট সড়কের ১৬তম কিলোমিটারে চেঙ্গীরখাল নদীর ওপর গোয়াইনঘাট সেতু নির্মাণ, কর্ণফুলী সেতু, ভৈরব সেতু, বিএডিসির পাট বীজ উপ-প্রকল্প, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প, ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট (দ্বিতীয় পর্যায়) (এফএসএসএপি ফেইজ-২) এবং উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সাইফুর রহমান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, শিল্পমন্ত্রী এমকে আনোয়ার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, পানিসম্পদ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার এলকে সিদ্দিকী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা, বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান আজাদ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম এবং বিশেষ আমন্ত্রণে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আনোয়ার কবীর তালুকদার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, ইআরডি সচিব, পরিকল্পনা সচিব, অর্থসচিবসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিববৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।